দ্রোহ প্রত্যাশী খালেদা জিয়া ॥ প্রবাসী বাঙালীর বিণীত উত্তর

অজয় দাশগুপ্ত

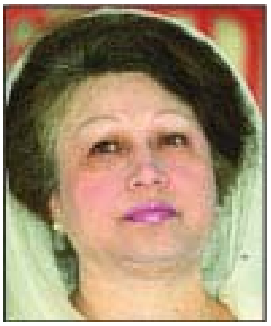

আজকের খবর পড়ে নজরুলের সেই বিখ্যাত গানটির কথা মনে পড়ল:চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়। দ্রোহ প্রত্যাশী বেগম জিয়ার বক্তব্য যেন ভূতের মুখে রাম নাম। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার বাঙালি নেতৃবৃন্দেও সঙ্গে টেলিকনফারেন্স করে প্রবাসে আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দিয়েছেন। খবরটি পড়ার পর শরীরে এক ধরনের অদ্ভুত শিহরন অনুভব করেছি। সিডনির জাতীয়তাবাদী নেতাদের অনেকেই আমার সুপরিচিত। আদর্শিক অনৈক্যে ও কারনে এক মঞ্চ বা এক বৈঠকে মিলিত না হলেও এদের অনেকের আদর্শবোধ দলীয় ঐক্যের প্রতি প্রগাঢ় মমত্বে পুলকিত হই। বিএনপি করেন এমন অনেক প্রবাসী তরুণের সৌজন্য, কুশল বিনিময়সহ ভদ্রজনোচিত আচরণে মুগ্ধ হবার পরও সখ্য গড়ে ওঠেনি। যার মূল কারন বেগম জিয়ার অনুসৃত নীতি আর ইতিহাস হননের প্রতি ভালবাসা। শুধু তাই নয় বিগত পাঁচ বছর জামায়াতের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার পর জাতীয়তাবাদের আলখেল্লায় চলেছে সাম্প্রদায়িকতার চরমতম চর্চা। এসব কারোই অজানা নয়। তা নিয়ে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন দেখি না। সিডনির বাঙালীসহ প্রবাসী বাঙালীকে তিনি ঐক্যবদ্ধভাবে বর্তমান সরকার ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর যে আহবান জানিয়েছেন, তাতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠা মনের প্রশ্ন, প্রশ্নোত্তর আর জিজ্ঞাসাই এ লেখার মূল কারন।

খালেদা জিয়া আপনি যখন দোর্দন্ড প্রতাপে দেশ শাসন করছিলেন, কমনওয়েলথ সরকারের সম্মেলনে যোগদানের জন্য অস্ট্রেলিয়া সফরে এসেছিলেন তখন আপনার সিডনি সফরের কথা, সুধী সমাবেশ তথা সংবর্ধণা সভায় দেয়া বক্তৃতার কথা এত তাড়াতাড়ি ভূলে গেলেন? আপনিই তো ধমক দিয়ে বলেছিলেন ' প্রবাসে দেশীয় রাজনীতির দরকার নেই। যারা তা করে তারা মূলত ভাবমূর্তি বিনষ্টের চক্রান্তে লিপ্ত, জাতয়িতাবাদের আড়ালে সাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা যতই আনন্দ বা উত্তেজনার কাজ হোক না কেন, ভাবমূর্তি যেন ভেঙ্গে না পড়ে এ জন্য আপনার চেষ্টার অন্ত ছিল না। তখনই বলেছিলাম ভাবের ঘরে নিজামী বা মুজাহিদের মতো চরিত্র ঢুকলে মূর্তি ভেঙ্গে খান খান হবেই। হায়রে নিয়তি আজ আপনিই ভাবমূর্তি বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রবাসীদের রাজনীতি করবার এবং ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান জানাচ্ছেন। আপনি নিশ্চয়ই ভূলে যাননি ২০০১-এর নির্বাচনের পর প্রগতিশীলতা আর সংখ্যালঘুর ওপর নেমে এসেছিল এক পৈশাচিক বর্বরতা। কার্যত অবরুদ্ধ, পদদলিত গণতন্ত্র আর বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে প্রবাসী সুশীল সমাজ আপনার কর্মীদের শ্লোগান আর চিৎকারে প্রকম্পিত হোটেলের বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন।তাঁদেও চাওয়া ছিল নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনি স্মারকলিপি গ্রহন করবেন, নিদেনপক্ষে আপনার হয়ে অন্য কেউ, তা তো হয়নি উল্টো দলীয় এবং বিদেশী এজেন্ট নামে পরিচিত একটি দল আপনার হাতে একটা লম্বা তালিকা ধরিয়ে দিয়েছিলো। যাতে ঐ সব প্রবাসী বাঙালী দেশে বেড়াতে গেলে এয়ারপোর্টেই সাইজ হয়ে যায়। যেন এমনভাবে শায়েস্তা করা হয় আর কোনদিন প্রতিবাদের স্পর্ধা না দেখায়। আজ আপনি যাদের কাছে সাহায্য চাইছেন অথবা প্রতিবাদমুখর হবার জন্য আবেদন জানাচ্ছেন, সেসব কার্যকর, বুদ্ধিজীবী, সুশীল প্রবাসী বাঙালীর নামে ভর্তি সিডনির লিষ্টটি আপনি ভূলে গেলেও মহাসচিব, সংস্কারপন্থীদের নেতা মান্নান ভূইয়া সাহেব নিশ্চয়ই ভোলেননি। এখন তো তাঁর পালা। প্রতিবাদ হলে সে লিষ্টটি তিনি কবর থেকে তুলে আনবেন। তা ছাড়া ঐক্যবদ্ধ হতে বলছেন কার বিরুদ্ধে? কার পক্ষে? মোগল যুগের ইতিহাস কারো অজানা নয়। গৃহযুদ্ধে ক্ষমতার লড়াইয়ে পুত্রের হাতে বন্দী হয়ে কাটিয়েছেন শাহজাহান। ভাইয়ের রক্তচক্ষু আর ক্ষমতার বলী হওয়ার ভয়ে সুদূর চট্টগ্রাম হয়ে পালিয়েছিলেন সুজাউদদৌলাহ। ক্ষমতার ছড়ি ঘুরিয়ে বাঙালীকে দাসত্বের খাতায় বন্দী করতে উদ্যত তারেক জিয়ার জন্য প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ হব আমরা? ঐক্যবদ্ধ হতে হবে মিডিয়া ব্যবসায়ী ফালুর মুক্তির লক্ষ্যে? কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে জামায়াতের মতো স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধি দলকে ক্ষমতায় দিয়ে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদিনে উল্লসিত কেক কাটা দেখার আগ্রহে প্রবাসী ঐক্য এখন গুড়ে বালি, হে ম্যাডাম। বরং কিছু কিছু ব্যাপারে ঘোরতর আপত্তি বা প্রশ্ন থাকার পরও

প্রবাসীরা জেনারেল মইন ইউ আহমেদ আর ফখরুদ্দিনের সরকারকে লাল অভিবাদন জানায়।তাঁরা না হলে বিএনপিরবিগত পাঁচ বছরের লৌহ শাসনের শৃঙ্খল মুক্তি সন্ত্রাস আর দুবৃত্তায়নে চাপা পড়া রাজনীতিকে টেনে বের কওে আনা সম্ভব হতো না। যুবরাজের ক্ষমতালিপ্সু, ভোগ আর ইয়ার দোস্তদের বালাখানায় পরিণত হতো দেশ। এতদিন পর আপনি বুঝলেন যে তিনি বামপন্থী। এ তো অনেকটা প্রেম বিবাহ ও সন্তান উৎপাদনের পর পিতৃপরিচয় উদঘাটনেরই ব্যর্থতা। এতদিন কখনও আপনার মনে হয়নি এমন নাস্তিকের হাতে কেন দলের ভার ছিল? যদি তিনি সত্যি প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসী না হন, তা হলেও কিন্তু প্রবাসে প্রতিবাদ অসম্ভব। আপনি বোধ হয় জানেন অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা এমন দুটো দেশ ও সমাজ যেখানে সিংহভাগ মানুষেরই প্রবল কোন ধর্ম বিশ্বাস বা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি নেই।ফলে আপনার এই অভিযোগে প্রবাসী বাঙালী জাগবে এমন বিশ্বাস রাখা কঠিন।াপনার আমল তো সবে ফুরিয়েছে, এখনও ক্ষত শুকায়নি। এই তো সেদিন, একদল দেশপ্রেমিক সিডনি প্রবাসী বাঙালী অভিযোগ করেছিলেন আপনার দলভক্ত দূতাবাসের নেতাকে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে কেউ কেউ। একেই বলে নিয়তি, আজ আপনিই প্রবাসীদের ভাবমূর্তি ভাঙ্গার জন্য ডাক দিচ্ছেন। তবু আপনি ভাগ্যবতী। গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, জণগনের দল বলে পরিচিত দলটির নেত্রী এখন কারাগৃহে চোখের দৃষ্টির বাইরে, আর আপনি এখনও সমানে গর্জন করতে পারছেন। এ রহস্যটাই আগে বোঝা প্রয়োজন।বাঙালীর রক্তেই বিদ্রোহ,তার চেতনার রং লাল। প্রবাসের বাঙালী চিরদিনই মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত দেশটিকে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সন্ত্রাস, দুর্নীতিমুক্ত দেখতে চেয়েছে। আপনি এবং জামায়াতের নেতারা মিলে তিলে তিলে সে স্বপ্ন নিঃশেষ কওেরদিয়েছেন। আজ যে জরুরী অবস্থাকে মন্দ বলছেন আপনার শাসনামলে মওদুদ, আমান, নাজমুল হুদারা কি তারচেয়ে ভাল কিছু উপহার দিয়েছিলেন? সে দিন দেশপ্রেমকে কটাক্ষ করা হয়েছে। রক্তচক্ষু, অপমান আর সাজার ভয়ে দেশে যেতে পারিনি আমরা।

যদি এ আহবান বোধোদয় থেকে উচ্চারিত হয়, তাহলে এখনই সময় কলঙ্ক ঝেড়ে ফেলার। জটায়ুপাখির মতো একদিকে জামায়াত, অন্যদিকে পুত্রের দুর্নীতি দুঃশাসনের ডানা কেটে ফেলে দিয়ে গণতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়াতে হবে। বঙ্গবন্ধু জাতির জনকের স্বীকৃতি, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের প্রতি সঠিক সমর্থন আর গণতন্ত্রের প্রতি প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করলেই কেবল প্রবাসের চিড়ে ভিজতে পারে। তা ছাড়া বর্তমান প্রশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার পক্ষে ঐক্য গড়ে তোলার কোনই কারন নেই। সিডনির বাঙালীকে আপনি আর যাই বলুন বেঈমান বলতে পারবেন না। কথাটা ঠিকই বলেছি, তাই না ম্যাডাম?

লেখকঃ ছড়াকার ও সাংবাদিক

dasguptaajoye@ hotmail.com